গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা
www.most.gov.bd

ন-৩৯.০১২.০০২.০২.০১.০১৫.২০১২-

তারিখঃ ১১-১০-২০১২

বিষয়ঃ প্রযুক্তি উদ্ভাবন,গবেষণা ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পে অনুদান সংক্রান্ত সংশোধিত সাধারণ নীতিমালাঃ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামঃ এই নীতিমালা প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পে অনুদান নীতিমালা নামে অভিহিত হবে।

২। সংজ্ঞাসমূহঃ বিষয় কিংবা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে এই নীতিমালায়ঃ

(১) প্রকল্প, বলতে গবেষণা ও নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনমূলক একটি সাময়িক প্রকল্পকে বুঝায়, যা বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করবে।
(২) প্রকল্প পরিচালক বলতে এমন একজন বিজ্ঞানীকে বুঝাবে যিনি বিজ্ঞানভিত্তিক সমস্যা সমাধানে বা অনুসন্ধানে অভিজ্ঞ এবং যিনি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি নির্ভর প্রকল্প প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে আনুষঙ্গিক পরিপোষণের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাবাকারে পেশ করবেন।
(৩) প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান বলতে উপ-ধারা ২(২)-এ উল্লেখিত প্রকল্প পরিচালক যে প্রতিষ্ঠানে (বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী/বেসরকারী/ আধা-সরকারী গবেষণাগারে) কর্মরত থাকেন এবং যেখানে তাঁর প্রস্তাবিত প্রকল্পটির গবেষণা কার্যাদি সম্পন্ন করার অনুকুলে ভৌত সুবিধাদি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বিদ্যমান এ রূপ প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে।
(৪) বিশেষজ্ঞ কমিটি বলতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত মন্ত্রণালয়/বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে গঠিত নিম্নলিখিত ৪ টি কমিটিকে বুঝাবেঃ

(ক) জীববিদ্যা,চিকিৎসাবিদ্যা ও পুষ্টিবিদ্যা কমিটি,
(খ) এপ্লাইড সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কমিটি,
(গ)ফিজিক্যাল সায়েন্স কমিটি,
(ঘ)এগ্রিকালচার এবং এনভায়রণমেন্ট কমিটি,

বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত আর এন্ড ডি প্রকল্প প্রস্তাবসমূহের সম্ভাবনা যাচাইয়ের মাধ্যমে সেগুলোকে মেধানুক্রমে সজ্জিতকরণ পুর্বক অর্থায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ সেবা প্রদান করা এ কমিটির কর্মপরিধি। উপর্যুক্ত চারটি ক্ষেত্রে প্রকল্পের অর্থ যৌক্তিকভাবে বন্টন করা হবে।

(৫) অর্থ বরাদ্দ কমিটি, বলতে বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা সুপারিশকৃত প্রকল্পসমূহ অনুদান প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত কমিটিকে বুঝাবেঃ

(ক)	সচিব,	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	-সভাপতি
(খ)	অতিরিক্ত সচিব	ঐ	-সদস্য
(গ)	অতিরিক্ত সচিব(প্রশাসন),	ঐ	-সদস্য
(ঘ)	যুগ্ম-সচিব/বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উপদেষ্টা,	ঐ	-সদস্য
(ঘ)	বিশেষজ্ঞ কমিটির আহবায়ক-৪(চার)জন		-সদস্য
(ঙ)	উপ-বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা,	ঐ	-সদস্য
(চ)	সিনিয়র সহকারী সচিব	ঐ	- সদস্য-সচিব

৩। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমূলক উদ্ভাবন এবং গবেষণার মানসিকতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশীয় বিজ্ঞানীগণকে তাঁদের চলমান/প্রস্তাবিত প্রকল্পে অনুদান হিসেবে কিছুটা পরিপোষণা প্রদান করে বৈজ্ঞানিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত রেখে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন জোরদার করা। তবে কোন বিশেষ প্রকল্পে এ অনুদানের পরিমাণ ১(এক) লক্ষ টাকার অধিক হবে না।

৪। অনুদান প্রদানের পদ্ধতিঃ
(১)প্রতি অর্থ বছরের শুরুতে অনুদান প্রদানের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ১(এক) মাসের সময় দিয়ে প্রকল্প প্রস্তাব আহবান করা হবে।

(২) উক্ত আহবানের প্রেক্ষিতে আগ্রহী দরখাস্তকারীগণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত প্রকল্প ছকে আবেদন করবেন।

(৩)বিশেষজ্ঞ কমিটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত আবেদনগুলো এক মাসের মধ্যে বাছাই করে অর্থায়নের জন্য সুপারিশ করবেন। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রকল্প পরিচালকগণের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে পারেন । এ ছাড়াও কোন প্রকল্পের বাছাই কমিটিতে বিষয় ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ না থাকলে প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট কমিটি উক্ত উপর বিষয়ের এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞকে কো-অপ্ট করতে পারবেন ।

(৪) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অর্থ বরাদ্দ কমিটি বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে সুপারিশকৃত প্রকল্পগুলোর অর্থায়ন চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন ।

(৫) বরাদ্দকৃত অর্থ দুই কিস্তিতে ছাড় করা হবে। প্রথম কিস্তির অর্থ চুড়ান্তভাবে প্রকল্পটি অর্থায়নের জন্য নির্বাচিত হওয়ার পর এবং দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কিত প্রাথমিক প্রতিবেদন পাওয়ার পর ছাড় করা হবে।

(৬) প্রকল্পে গবেষণা উপলক্ষে প্রদত্ত অর্থে কোন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না।

৫।প্রকল্প পরিচালকগণকে যে সকল বিষয় নিশ্চিত করতে হবে ঃ

(১)প্রথম কিস্তির অর্থ বরাদ্দ গ্রহণের পূর্বে প্রাপ্তব্য অর্থের নিরিখে প্রকল্প কাজের অঙ্গসমূহের বিশদ আর্থিক বিবরণ দাখিল করতে হবে।

(২) প্রকল্প পরিচালককে বিশ্ববিদ্যালয়/সরকারি / বেসরকারি /আধা-সরকারি কোন প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট থাকতে হবে এবং ৩০০/-টাকার নন জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্পে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষরসহ অঙ্গীকারনামা দাখিল করতে হবে এবং প্রকল্পটি বাস্তবায়নের অনুকূলে ভৌত সুবিধাদি কিরূপে অর্জিত হবে সে বিষয়ে অঙ্গীকারনামায় স্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে ।

(৩) সকল ক্ষেত্রে প্রকল্প সমাপন নিশ্চিত করতে হবে । কোন কারণে প্রকল্প চালাতে অপারগ হলে সরকার কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত সমুদয় অর্থ সরকারী কোষাগারে ফেরত দিতে হবে এবং মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে । প্রকল্পের বিপরীতে মঞ্জুরীকৃত অর্থ দ্বারা কোন প্রকার ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ বা ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটানো যাবে না ।

(৪)প্রকল্পটি শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে প্রকল্প এলাকা/অবস্থান সম্পর্কে মন্ত্রণালয়কে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে

(৫) গবেষণালব্ধ ফল/প্রতিবেদন যথাসম্ভব স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশের চেষ্টা করতে হবে এবং বৈজ্ঞানিকভাবে উপস্থাপনের যোগ্য করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে । প্রতিবেদন/ প্রকাশনার অনুলিপি ব্যান্সডক,সংশ্লিষ্ট গবেষণাগার ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য প্রেরণ করতে হবে । তবে গবেষণালব্ধ ফলাফলের স্বত্বাধিকার সংশ্লিষ্ট গবেষকের থাকবে। সংশ্লিষ্ট গবেষক তার গবেষণালব্ধ ফলাফল অবশ্যই মন্ত্রণালয়ে উপস্থাপন করবেন ।

৬।প্রকল্পের অগ্রগতি পরিবীক্ষণঃ

(১)প্রকল্পসমূহ সরেজমিনে পরীক্ষা ও কাজের অগ্রগতি মূল্যায়নের লক্ষে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীর সমন্বয়ে টিম গঠনের মাধ্যমে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ।

(২)যে সকল গবেষণা প্রতিবেদন স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশিত হবে সে সবের গবেষক/লেখকদের উৎসাহিত করার লক্ষে মন্ত্রণালয় বৎসরে একবার কেন্দ্রীয়ভাবে সেমিনারের আয়োজন করবে।

৭।প্রকল্প গ্রহণের সীমাবদ্ধতাঃ (১)বাছাই কমিটির কোন সদস্যের প্রকল্প বিবেচিত হবে না ।

(২)একজন প্রকল্প পরিচালক শুধুমাত্র একটি প্রকল্প প্রস্তাব দিতে পারবেন ।

(৩)নবায়নের আবেদনকারী কোন নতুন প্রকল্পের প্রস্তাব দিতে পারবেন না ।

(৪) পূর্বের বছরে পরিচালিত প্রকল্পের চুড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল না করলে নতুন কোন প্রকল্প প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে না ।

৮। প্রকল্পের সময়সীমাঃ সাধারণত এক অর্থ বছর । তবে বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রকল্পের প্রথম বছরের কাজ মূল্যায়ন করে যদি কোন প্রকল্পকে সম্ভাবনাময় বলে চিহ্নিত করেন কেবলমাত্র সে ক্ষেত্রে কোন প্রকল্পকে দ্বিতীয় এবং অনুরূপভাবে তৃতীয় বছরও অর্থায়ন কর যাবে ।

স্বাক্ষরিত/১১-১০-২০১২
(মোঃ রফিকুল ইসলাম পিএইচডি)
সচিব
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়